IJMSERH

International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging ResearcH (IJMSERH)

Volume 13, Issue 1, January-March 2025

Impact Factor: 9.274

ijmserh@gmail.com

www.ijmserh.com

International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging ResearcH (IJMSERH)

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে নারী: একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

মিঃ টুপাই দাস, সঞ্চিতা ব্যানার্জী রায় প্রফেসর ড

পিএইচডি গবেষণা গবেষক, বাংলা বিভাগ, স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, ওয়াইবিএন (YBN) বিশ্ববিদ্যালয়, রাজাউলাতু, নামকুম, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, কলা বিভাগ , এবং মানবিকতা, ওয়াইবিএন বিশ্ববিদ্যালয় , রাজাউলাতু নামকুম , রাঁচি, ঝাড়খণ্ড ,ভারত

সারসংক্ষেপ: এই পর্যালোচনাটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মহাশ্বেতা দেবীর উপর সমালোচনামূলক গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারীর পরিবর্তনশীল উপস্থাপনা পরীক্ষা করে। এটি ঔপনিবেশিক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলার মনস্তাত্ত্বিকভাবে জটিল কিন্তু সামাজিকভাবে সীমাবদ্ধ নারীদের থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিকভাবে সচেতন, প্রান্তিক এবং বিদ্রোহী নারীদের দিকে একটি বিস্তৃত গতিপথকে চিহ্নিত করে। শরৎচন্দ্রের উপর গবেষণায় প্রায়শই বাল্যবিবাহ, বিধবত্ব, বর্ণপ্রথা, যৌন দ্বৈত মানদণ্ড এবং ভদ্রলোক পরিবারের নৈতিক শৃঙ্খলার শিকার নারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির উপর জোর দেওয়া হয়। তবুও, তাঁর নায়িকারা সত্যিই পিতৃতন্ত্রকে ব্যাহত করে, নাকি ত্যাগ, সতীত্ব এবং মানসিক সেবার আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর উপর গবেষণা সমালোচনার পরিভাষাকে বঞ্চনা, শ্রম, বর্ণ, উপজাতি, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, শারীরিক শোষণ এবং সম্মিলিত প্রতিরোধের দিকে চালিত করে। দোপড়ি মেঝেন, যশোদা, সুজাতা এবং অন্যান্য প্রান্তিক নারীদের উপর করা গবেষণা দেখায় কীভাবে দেবী নারীদেহকে নিয়ন্ত্রণের বস্তু থেকে একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক পাঠে রূপান্তরিত করেন। নারীবাদী, উত্তর-ঔপনিবেশিক, প্রান্তিক এবং আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি এই দুই লেখকের মধ্যকার ঐতিহাসিক দূরত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতা উভয়কেই স্পষ্ট করে। পর্যালোচনাটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাংলা কথাসাহিত্য নিষ্ক্রিয়তা থেকে ক্ষমতায়নের কোনো সরলরৈখিক পথ অনুসরণ করে না; বরং এটি ক্রমান্বয়ে নারীর সক্রিয়তার অবস্থান, ভাষা এবং গুরুত্বকে পরিবর্তন করে। এটি একটি বড় শূন্যতাও চিহ্নিত করে: তুলনামূলকভাবে অল্প কিছু গবেষণাই এই দুই লেখকের মধ্যে ধারাবাহিক ও পাঠ্যগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ তুলনা করে, যেখানে একই সাথে শ্রেণি, বর্ণ, সম্প্রদায়, অনুবাদ, আখ্যানের আঙ্গিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়।

মূলশব্দ: বাংলা সাহিত্য; নারী চরিত্র; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; মহাশ্বেতা দেবী; নারীবাদ; প্রান্তিকতা; লিঙ্গ ও বর্ণ; নারীর স্বাধিকার

I. ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য দক্ষিণ এশিয়ায় নারীত্বের ঐতিহাসিক নির্মাণ অধ্যয়নের জন্য অন্যতম সমৃদ্ধ এক ভান্ডার। বিবাহ, বিধবত্ব, যৌনতা, শিক্ষা, সম্মান, গৃহশ্রম, বর্ণ, শ্রেণি, ভূমি এবং রাজনৈতিক সহিংসতার মতো প্রশ্নগুলো বারবার নারীর অবয়বে এসে মিলিত হয়। তাই সাহিত্যিক উপস্থাপনা কেবল বর্ণনামূলক নয়: এটি নারীরা কী চাইতে পারে, কী বলতে পারে, কী প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কী সহ্য করতে পারে এবং কী রূপান্তর করতে পারে—এই সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ায় অংশগ্রহণ করে। এই ঐতিহ্যের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এবং মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) স্বতন্ত্র অবস্থানে রয়েছেন। শরৎচন্দ্র ঔপনিবেশিক আধুনিকতা এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংস্কারের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন, অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন উত্তর-ঔপনিবেশিক গণতন্ত্র, আদিবাসী উচ্ছেদ, কৃষক বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের সংকটের মধ্য দিয়ে।

প্রচলিত সমালোচনা সাধারণত শরৎচন্দ্রকে পিতৃতান্ত্রিক প্রথার অধীনে নারীর মানসিক আঘাতের একজন সহানুভূতিশীল আখ্যানকার হিসেবে দেখে। তাঁর নায়িকারা মর্যাদা, আনুগত্য, মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা এবং নৈতিক সাহসের জন্য স্মরণীয়। একই সাথে, নারীবাদী পুনর্মূল্যায়ন প্রশ্ন তোলে যে সহানুভূতি কি মুক্তির সমতুল্য এবং আখ্যানের প্রশংসা কি কখনও কখনও সেইসব আদর্শকেই—ত্যাগ, যৌন পবিত্রতা এবং গৃহকর্ম—রক্ষা করে যা নারীদের সীমাবদ্ধ করে রাখে।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্য একটি ভিন্ন সমালোচনামূলক ক্ষেত্র তৈরি করে। তাঁর নারীরা হলেন কৃষি শ্রমিক, আদিবাসী বিদ্রোহী, ধাত্রী, রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের মা, যৌনকর্মী এবং হেফাজতে সহিংসতার শিকার। তাদের দেহ শ্রম ও ক্ষমতার বস্তুগত সম্পর্ক দ্বারা গঠিত, এবং প্রতিরোধ প্রায়শই ঘটে থাকে সম্মিলিত সংগ্রাম, প্রত্যাখ্যান বা সহিংসতার চরম উন্মোচনের মাধ্যমে (স্পিভাক, "দ্রৌপদী" ৩৮১–৪০২; স্পিভাক, "অনুবাদকের ভূমিকা" vii–xvi; সালগাদো ১৩১–৪৫)।

একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা মূল্যবান, কারণ এটি উভয় লেখককেই সুবিধাজনক তকমায় আবদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করে। শরৎচন্দ্রের নারীরা কেবল নিষ্ক্রিয় নন, এবং মহাশ্বেতা দেবীর নারীরাও একরূপভাবে মুক্ত নন। উভয় সাহিত্যকর্মেই সক্রিয়তা অসম, ঐতিহাসিকভাবে শর্তায়িত এবং আখ্যানের বাচনভঙ্গি, সামাজিক অবস্থান ও কর্মের সীমাবদ্ধতা দ্বারা মধ্যস্থতাকৃত। এই প্রবন্ধটি দেবদাস, পরিণীতা, শ্রীকান্ত, হাজার চুরাশির মা, 'স্তনদায়িনী' এবং 'দ্রৌপদী'-র নির্বাচিত নারী চরিত্রসমূহ সম্পর্কিত প্রধান ব্যাখ্যামূলক ধারাসমূহকে সংশ্লেষণ করে। এটি শুধুমাত্র সমালোচনামূলক সাহিত্য এবং তার বিতর্কের উপর আলোকপাত করে এবং পর্যালোচনাটিকে উপস্থাপন, সক্রিয়তা, মূর্ত রূপ, প্রান্তিকতা, প্রতিরোধ ও অনুবাদের আলোকে বিন্যস্ত করে।

II. নারী, ঔপনিবেশিক আধুনিকতা এবং বাংলা সাহিত্য জগৎ

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন সংক্রান্ত বিতর্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। নারীরা এমন প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন, যার মাধ্যমে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রতিদ্বন্দ্বী দৃষ্টিভঙ্গিগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। সংস্কারবাদী উদ্বেগ বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা, সম্মতির বয়স এবং বাল্যবিবাহের মতো বিষয়গুলোকে জনসমক্ষে আলোচনায় নিয়ে আসে, কিন্তু এটি সম্মানীয় গৃহবধূর একটি সুশৃঙ্খল আদর্শও তৈরি করে। ঘরকে জাতীয় সংস্কৃতির সুরক্ষিত অন্দরমহল হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল এবং এর নৈতিক বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব নারীদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সাহিত্যিক নারীরা সমতুল্য অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন না পেয়েও আবেগিক ও প্রতীকী গুরুত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন।

জাতীয়তাবাদী আদর্শ নিয়ে চ্যাটার্জীর প্রভাবশালী বিবরণ এই আপাত-বিরোধিতা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে: জাগতিক বহির্জগৎ এবং আধ্যাত্মিক গৃহের মধ্যেকার পার্থক্য নারীদেরকে গার্হস্থ্য নিয়ন্ত্রণের অধীন রেখেও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ধারক হিসেবে সম্মানিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। নারীবাদী ইতিহাস লিখন আরও দেখায় যে, সংস্কার বিতর্কগুলো প্রায়শই নারীদেরকে স্বায়ত্তশাসিত ঐতিহাসিক সত্তা হিসেবে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, তাদের সম্পর্কেই কথা বলেছে। এই প্রেক্ষাপটে, নারীর দুর্ভোগের প্রতি শরৎচন্দ্রের মনোযোগ ছিল সাংস্কৃতিকভাবে যুগান্তকারী। তিনি সম্মানজনক ব্যবস্থার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সহিংসতাকে উন্মোচন করেছিলেন এবং সামাজিকভাবে কলঙ্কিত নারীদেরকে এক অসাধারণ নৈতিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন। তবে, তাঁর নায়িকাদের সম্ভাবনাগুলো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলার গৃহস্থালি, বিবাহ বাজার, আত্মীয়তার জাল এবং নৈতিক শব্দভাণ্ডারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ নাগাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। স্বাধীনতা বর্ণবৈষম্য, বন্ধনশ্রম, বাস্তুচ্যুতি বা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার অবসান ঘটাতে পারেনি। কৃষক আন্দোলন, নকশাল বিদ্রোহ, ভূমি ও বন অধিকার নিয়ে বিতর্ক এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্রমাগত প্রান্তিকীকরণ সাহিত্যে চিত্রিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বদলে দিয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, যা দৃষ্টিকে শিক্ষিত পরিবার থেকে সরিয়ে বন, গ্রাম, পুলিশ ক্যাম্প, জমিদারের জমি এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির দিকে নিয়ে যায়। তাঁর নারী চরিত্রগুলোকে কেবল লিঙ্গের মাধ্যমে যথাযথভাবে বোঝা যায় না; তাদের জীবন গঠিত হয় লিঙ্গের সঙ্গে শ্রেণি, বর্ণ, উপজাতি, পেশা এবং রাষ্ট্রশক্তির সংযোগস্থলে।

III. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নারী চরিত্রসমূহের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

সমালোচকরা সাধারণত শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তাকে সামাজিকভাবে সীমাবদ্ধ নারীদের আবেগগতভাবে বোধগম্য করে তোলার ক্ষমতার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেন। তাঁর আখ্যান প্রায়শই প্রচলিত নৈতিক বিচারকে উল্টে দেয়: সম্মানিত পুরুষকে সিদ্ধান্তহীন বা নৈতিকভাবে দুর্বল হিসেবে দেখানো হয়, অন্যদিকে কলঙ্কিত নারী আনুগত্য, সাহস এবং বাস্তব বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে। নাসরিন যুক্তি দেন যে তাঁর নারীরা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক এবং প্রারম্ভিক শিল্পোন্নত আধুনিকতার মাঝে আটকে থাকা একটি সমাজ থেকে উঠে আসে এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারীদের দুর্ভোগই তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু (নাসরিন ১৪-১৯)। জাহান, শ্রীকান্তকে কেন্দ্র করে, একইভাবে লেখকের সতীত্বের অপ্রচলিত উপস্থাপনা এবং পিতৃতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ করার নারীর ক্ষমতার উপর জোর দেন (জাহান ৮-

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

১৮)। এই ব্যাখ্যাগুলো কথাসাহিত্যে একটি সংস্কারবাদী প্রেরণা চিহ্নিত করে, কিন্তু নৈতিক উন্নতি কতটা কাঠামোগত স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হয়, সেই পর্যালোচনারও আহ্বান জানায়।

দেবদাস উপন্যাসে পার্বতী (পারো) এবং চন্দ্রমুখী পুরুষতান্ত্রিক সুবিধা ও নারীর পরিণতির মধ্যকার অসামঞ্জস্য তুলে ধরেন। দেবদাস তার সিদ্ধান্তকে বিলম্বিত করতে পারে, ভ্রমণ করতে পারে, মদ্যপান করতে পারে এবং নিজেকে ধ্বংস করতে পারে, অপরদিকে পারোর ভবিষ্যৎ দ্রুত নির্ধারিত হয়ে যায় পারিবারিক সম্মান, শ্রেণিগত হিসাবনিকাশ এবং বিবাহের দ্বারা। সমালোচনামূলক পাঠে প্রায়শই পারোর দৃঢ়সংকল্প এবং মানসিক সহনশীলতাকে দেবদাসের স্থবিরতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। তার স্বকীয়তা বাস্তব কিন্তু সীমাবদ্ধ: সে এমন এক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সিদ্ধান্ত নেয় যা সে নিজে তৈরি করেনি। চন্দ্রমুখী সতী গৃহবধূ এবং 'পতিত' নারীর মধ্যকার সাংস্কৃতিক বিরোধকে আরও জটিল করে তোলে। নারীকে নৈতিক গভীরতা প্রদানের মাধ্যমে উপন্যাসটি যৌন সম্মানের নিরিখে নারীর সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। একই সাথে, নারী ভক্তির মুক্তিদায়ক উপস্থাপনাটি উভয় নারীকে একজন আত্ম-ধ্বংসী পুরুষের যত্ন নেওয়ার ক্ষমতার নিরিখে পরিমাপ করার ঝুঁকি তৈরি করে।

পরিণীতা এই টানাপোড়েনগুলোকে ললিতার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন, যার বুদ্ধিমত্তা ও আবেগিক দৃঢ়তা শেখরের নিরাপত্তাহীনতা এবং সম্পত্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীলতার সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। যে সমালোচকরা ললিতাকে নীরবে স্বশাসিত বলে মনে করেন, তাঁরা তার স্বচ্ছতা, সহনশীলতা এবং শেখরের ভুল বোঝাবুঝিকে তার পরিচয়ের চূড়ান্ত সত্য হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করার বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেন। উপন্যাসটি আরও প্রকাশ করে যে, অনাথত্ব, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, বয়স, ধর্ম এবং শ্রেণি কীভাবে সম্মতির সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। আরও সংশয়বাদী পাঠে উল্লেখ করা হয় যে, ললিতার ক্ষমতা বিবাহের সাথে আবদ্ধ থাকে এবং আখ্যানের মীমাংসা দাম্পত্যের বাইরে কোনো সামাজিক অস্তিত্ব তৈরি করে না (বাসনেট ৫১)। সুতরাং, ললিতার প্রতিরোধ একই সাথে অর্থবহ এবং সীমাবদ্ধ: সে একটি স্বাধীন বস্তুগত জগৎ অর্জন না করেই পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে অস্থিতিশীল করে তোলে।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী, অভয়া, অন্নদা এবং অন্যান্য নারীদের মাধ্যমে সামাজিক পরিধিকে প্রসারিত করেন, যাদের জীবন পবিত্রতার প্রচলিত ধারণাগুলোকে নাড়িয়ে দেয়। জাহান যুক্তি দেন যে, উপন্যাসটি লিঙ্গভিত্তিক প্রত্যাশাগুলোকে উল্টে দেয় এবং গোঁড়া সতীত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে (জাহান ৮-১৮)। রাজলক্ষ্মীর অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং আবেগিক শক্তি তাকে শুধুমাত্র পারিবারিক সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল নায়িকাদের থেকে আলাদা করে। একটি নিপীড়নমূলক বিবাহের বিরুদ্ধে অভয়ার প্রতিবাদ আরও সুস্পষ্ট, যা এই প্রশ্ন তোলে যে, আইন ও প্রথা যখন মর্যাদাহানি করে, তখন তা মান্য করার যোগ্য কি না। তা সত্ত্বেও, পুরুষ ভ্রমণকারীর দৃষ্টিই আখ্যানের বেশিরভাগ অংশকে সংগঠিত করে এবং নারীদের গল্প প্রায়শই শ্রীকান্তার মননশীল চেতনার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়। সুতরাং, নারীবাদী সমালোচনাকে কেবল নারীরা কী করে তার প্রতিই নয়, বরং কারা তাদের কর্মের বর্ণনা, ব্যাখ্যা এবং বৈধতা দেয়, সেদিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে, শরৎচন্দ্রের উপর করা গবেষণা তিনটি পুনরাবৃত্ত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে। প্রথমত, তাঁর কথাসাহিত্য সমাজের দ্বারা নিন্দিত নারীদের, বিশেষ করে বিধবা, পরিত্যক্তা স্ত্রী এবং যৌনভাবে অনুপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত নারীদের মানবিক করে তোলে। দ্বিতীয়ত, এটি সংগঠিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে আবেগিক এবং নৈতিক ক্ষমতার মধ্যে প্রতিরোধের অবস্থান খুঁজে পায়। তৃতীয়ত, এটি সমালোচনা এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি দ্বিধা বজায় রাখে। তাঁর নারীরা পুরুষদের চেয়ে নৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব নিজেই একটি বোঝা হয়ে উঠতে পারে যখন এর জন্য অফুরন্ত ক্ষমা এবং ত্যাগের প্রয়োজন হয়। ফলস্বরূপ, সবচেয়ে শক্তিশালী পাঠগুলো তাঁকে পুরোপুরি নারীবাদী বা পুরোপুরি রক্ষণশীল কোনোটিই বলতে এড়িয়ে চলে; তারা পরীক্ষা করে দেখে কীভাবে তাঁর উপন্যাসগুলো ঐতিহাসিকভাবে ভদ্রলোক আদর্শের সাথে জড়িত থাকার পাশাপাশি নারীসত্তার জন্য একটি স্থান উন্মুক্ত করে।

IV. মহাশ্বেতা দেবীর নারী চরিত্রগুলোর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

মহাশ্বেতা দেবীর সমালোচনামূলক মূল্যায়ন লেখা ও সক্রিয়তার অবিচ্ছেদ্যতার দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। চক্রবর্তীর সম্পাদিত সংকলন 'মহাশ্বেতা দেবী: লেখিকা, কর্মী, স্বপ্নদর্শী' তাঁর কাজকে একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে সাহিত্যিক রূপ, ঐতিহাসিক গবেষণা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং ওকালতি একত্রিত হয়। দেবীর প্রবন্ধ "পালামাউ ভারতের দর্পণ" জোর দিয়ে বলে যে সামন্ততান্ত্রিক ও শ্রেণি আধিপত্যের নির্মম বাস্তবতা আধুনিক ভারতের বাইরের কোনো অবশেষ নয়, বরং এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে (দেবী ও চন্দ ১৬৮–৬৯)। একইভাবে দত্তও তাঁর লেখাকে প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধারার ইতিহাসের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সমালোচনার এই ধারায়, উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার নৈতিকতা থেকে অবিচ্ছেদ্য।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

মজুমদার দেবীকে 'নিম্নবর্গের ভারতীয় সাহিত্য'-এর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন, যেখানে তিনি আঞ্চলিক, জাতীয় ও বিশ্ব ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ এবং সাহিত্যিক আঙ্গিক ও ভাষারীতি নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণটি ঘন ঘন অনূদিত গল্পের একটি ক্ষুদ্র সংকলনের বাইরে সমালোচনার পরিধিকে প্রসারিত করে। এটি তাঁর নারী চরিত্রদের নিপীড়নের সার্বজনীন প্রতীক হিসেবে না দেখে, বরং ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতেও সাহায্য করে। তাদের সংগ্রাম ভূমি, শ্রম, বর্ণ, আত্মীয়তা এবং প্রশাসনের বিশেষ বিন্যাস থেকে উদ্ভূত হয়। বিজয়লক্ষ্মী ও ভেত্রিসেলভী দেবীর লেখায় নারীর দারিদ্র্য ও শোষণকে প্রধান্য দিয়েছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে বন্ধনশ্রম, যৌন জবরদস্তি, প্রজননমূলক শোষণ এবং পরিবেশগত বঞ্চনা বিচ্ছিন্ন অবিচার নয়, বরং পরস্পর সংযুক্ত কাঠামো হিসেবে কাজ করে।

হাজার চুরাশির মা উপন্যাসে সুজাতাকে একজন মধ্যবিত্ত মা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার রাজনৈতিক শিক্ষার সূচনা হয় তার পুত্র ব্রতীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, যাকে রাষ্ট্র ১০৮৪ সংখ্যায় পর্যবসিত করেছিল। সমালোচকরা সাধারণত তার এই বিকাশকে গার্হস্থ্য বিচ্ছিন্নতা থেকে ঐতিহাসিক সচেতনতার দিকে একটি যাত্রা হিসেবে বর্ণনা করেন। মাতৃত্বকে বর্জন করা হয় না, বরং রূপান্তরিত করা হয়: ব্যক্তিগত শোক হয়ে ওঠে পরিবারের যোগসাজশ, শ্রেণিগত সুবিধা এবং ভিন্নমতকে অপরাধ হিসেবে গণ্যকারী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করার একটি মাধ্যম। সুজাতার সক্রিয়তা দোপড়ির সঙ্গে যুক্ত চমকপ্রদ প্রতিরোধের চেয়ে ভিন্ন; এটি অনুসন্ধান, স্মৃতি এবং তার পরিবার থেকে নৈতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়। উপন্যাসটি তাই শরৎচন্দ্রের গার্হস্থ্য নারী এবং দেবীর রাজনৈতিক নারীর মধ্যেকার যেকোনো কঠোর বিভাজনকে জটিল করে তোলে, এবং দেখায় যে গার্হস্থ্য পরিমণ্ডল নিজেই রাজনৈতিক জাগরণের একটি ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

"স্তনদায়িনী" বা "স্তন্যদাত্রী" ব্যাপক নারীবাদী ও মার্ক্সবাদী আলোচনার জন্ম দিয়েছে, কারণ যশোদার মাতৃদেহকে শ্রমে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তার স্তন্যপান একটি সচ্ছল পরিবারকে টিকিয়ে রাখে, কিন্তু মাতৃত্বের এই সাংস্কৃতিক উদযাপন এমন এক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আড়াল করে, যেখানে তার প্রজনন ক্ষমতাকে গ্রাস করে ছুড়ে ফেলা হয়। 'ব্রেস্ট স্টোরিজ'-এর ভূমিকায় স্পিভাক লিঙ্গভিত্তিক প্রান্তিক দেহকে এমনভাবে পাঠ করেছেন যা উৎপাদনের একটি বিশুদ্ধ শ্রেণিভিত্তিক ব্যাখ্যাকে জটিল করে তোলে (স্পিভাক, "অনুবাদকের ভূমিকা" vii–xvi)। যশোদার শোষণ শ্রদ্ধা ও ব্যবহার—উভয়ের মাধ্যমেই ঘটে: তাকে প্রতীকীভাবে মা হিসেবে উন্নীত করা হলেও বস্তুগতভাবে যত্ন থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিজয়লক্ষ্মী ও ভেত্রিসেলভী এই ধরনের উপস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক দারিদ্র্যের প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, অন্যদিকে শীবা দেবীর গল্পগুলোতে নারী চরিত্রগুলোর ক্রমবর্ধমান চেতনার ওপর জোর দেন (শীবা)। এই আখ্যানের সমালোচনামূলক শক্তি নিহিত রয়েছে কল্যাণকর ভাষা—মাতৃত্ব, কর্তব্য, পবিত্র সেবা—কে আত্মসাতের একটি প্রযুক্তি হিসেবে উন্মোচন করার মধ্যে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীবাদী সমালোচনায় 'দ্রৌপদী' অন্যতম আলোচিত রচনা হয়ে উঠেছে। দপড়ি মেহেন, একজন আদিবাসী বিদ্রোহী, রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের হাতে ধরা পড়েন, নির্যাতিত হন এবং ধর্ষিত হন। গল্পের সমাপ্তি শালীনতা বা অসহায়ত্বের চিরাচরিত পুনরুদ্ধারকে প্রত্যাখ্যান করে। দপড়ি সেনানায়কের মুখোমুখি হন, কিন্তু পোশাককে সহিংসতার চিহ্ন মুছে ফেলার সুযোগ দেন না, বরং ধর্ষিত শরীরকেই অভিযোগে পরিণত করেন। স্পিভাকের অনুবাদ এবং সমালোচনামূলক ভূমিকা গল্পটিকে লিঙ্গভিত্তিক অধস্তনতা, প্রতিনিধিত্ব এবং অভিজাত তাত্ত্বিক ভাষার সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভাবনার জন্য একটি প্রধান রচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। মহাকাব্য দ্রৌপদীর প্রতি ইঙ্গিতকে ইচ্ছাকৃতভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে: কোনো দৈব হস্তক্ষেপ দপদীকে উদ্ধার করে না, এবং নিপীড়কের চিত্রনাট্য মেনে নিতে বেঁচে থাকা নারীর অস্বীকৃতি থেকেই প্রতিরোধের জন্ম হয়।

দোপদির প্রতিরোধের প্রতি সমালোচনামূলক উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও সহিংসতাকে মহিমান্বিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। গল্পটি ধর্ষণকে সরল ক্ষমতায়নে রূপান্তরিত করে না; এটি দেখায় কীভাবে রাষ্ট্র শরীরের মাধ্যমে আনুগত্য তৈরি করার চেষ্টা করে এবং কীভাবে নির্যাতিতার শেষ কাজটি সেই সহিংসতাকে ব্যাহত করে—কিন্তু মুছে দেয় না। এই পার্থক্যটি দায়িত্বশীল নারীবাদী পাঠের জন্য কেন্দ্রীয়। দেবীর নারীদের প্রায়শই নিজস্ব ক্ষমতা থাকে, কিন্তু সেই ক্ষমতা নিরাপত্তা, বিজয় বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির নিশ্চয়তা দেয় না। তাদের প্রতিরোধ দৈহিক, ব্যয়বহুল এবং অসম ক্ষমতার দ্বারা গঠিত।

দেবীর শিল্পকর্ম জুড়ে নারীদেহ একটি বস্তুগত আর্কাইভ হিসেবে বিদ্যমান। স্তন, প্রজননমূলক শ্রম, ক্ষুধা, ক্ষতচিহ্ন, অসুস্থতা এবং নগ্নতা এমন সব ইতিহাসকে তুলে ধরে যা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষ্য দমন করে। এই ধরনের দেহধারণ যন্ত্রণার ভাবপ্রবণ আদর্শায়ন থেকে ভিন্ন, কারণ এটি বেদনাকে উৎপাদন ও শাসনের কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে। সমালোচকরা সেই অনুযায়ী দেবীকে নারীবাদী, মার্ক্সবাদী, উত্তর-ঔপনিবেশিক, পরিবেশগত এবং প্রান্তিক দৃষ্টিকোণ

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

থেকে পাঠ করেন। শ্রেষ্ঠ গবেষণা এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে একত্রে ধরে রাখে: লিঙ্গভিত্তিক শোষণকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ, বর্ণপ্রথাগত ক্ষমতা, উপজাতীয় পরিচয় বা বৈধ সহিংসতার উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থেকে আলাদা করা যায় না।

V. নারীবাদী, প্রান্তিক এবং ছেদকীয় সমালোচনামূলক কাঠামো

নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা প্রশ্ন করে, কীভাবে সাহিত্যকর্ম লিঙ্গভেদে বাকপটুতা, আকাঙ্ক্ষা, গতিশীলতা, সম্পত্তি, জ্ঞান এবং আখ্যানের কর্তৃত্ব বন্টন করে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে, এটি নারীর নৈতিক কেন্দ্রিকতা এবং তাদের সীমিত বস্তুগত স্বায়ত্তশাসনের মধ্যকার ব্যবধানকে উন্মোচিত করে। মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে, এটি শ্রম, বর্ণপ্রথা, সামরিকীকরণ এবং সামাজিক পুনরুৎপাদনের লিঙ্গভিত্তিক কার্যকলাপকে প্রকাশ করে। সুতরাং, একটি তুলনামূলক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য 'দুর্বল' থেকে 'শক্তিশালী' পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মাপকাঠির চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। এটিকে অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন নারীর জন্য উপলব্ধ কর্মের রূপ এবং সেই কর্মগুলোর সাথে জড়িত পরিণতিগুলো অনুসন্ধান করতে হবে।

স্পিভাকের অধস্তনদের নিয়ে আলোচনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি প্রতিনিধিত্বকে স্বচ্ছ হিসেবে গণ্য করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে (স্পিভাক, "ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?" ২৭১–৩১৩)। যে সমালোচক প্রান্তিক নারীর খাঁটি কণ্ঠস্বর পুনরুদ্ধারের দাবি করেন, তিনি তার হয়ে কথা বলার মাধ্যমে জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব পুনরুৎপাদন করতে পারেন। দেবীর কথাসাহিত্য শক্তিশালী, কারণ এটি এই কঠিন পরিস্থিতিকে নাট্যরূপ দেয়: কর্মকর্তা, জমিদার, নিয়োগকর্তা, পরিবারের সদস্য, বুদ্ধিজীবী এবং অনুবাদক—সকলেই প্রান্তিক নারীদের শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করে। দোপদির চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানকে এমন কোনো স্থিতিশীল বার্তায় নামিয়ে আনা যায় না, যা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় সহজে গৃহীত হতে পারে। একইভাবে, যশোদার শরীর তাকে দেওয়া 'মা' নামক আদর্শিক উপাধিকে অতিক্রম করে যায়।

ক্রেনশ কর্তৃক বিকশিত ইন্টারসেকশনালিটি একটি পরিপূরক শব্দভাণ্ডার প্রদান করে (ক্রেনশ ১৩৯–৬৭)। নারীরা পিতৃতন্ত্রের সম্মুখীন হন না একই রকমভাবে। পারোর শ্রেণিগত অবস্থান, ললিতার অনাথত্ব ও নির্ভরশীলতা, রাজলক্ষ্মীর সামাজিক কলঙ্ক, সুজাতার শহুরে মধ্যবিত্ত অবস্থান, যশোদার দারিদ্র্য এবং দোপড়ির আদিবাসী পরিচয় দুর্বলতা ও কর্মের ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো তৈরি করে। একটি ইন্টারসেকশনাল তুলনা 'নারী' নামক সার্বজনীন ধারণাটিকে নারীদের মধ্যকার বৈষম্য মুছে ফেলতে বাধা দেয়। এটি বাংলা কথাসাহিত্যের সামাজিক ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক সম্প্রসারণকেও স্পষ্ট করে: মধ্যবিত্তের অভ্যন্তরীণ জগৎ থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে এই যাত্রা কেবল প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন নয়, বরং কার অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে, তার একটি রূপান্তর।

এই কাঠামো দুটি লেখকদের মধ্যেকার ধারাবাহিকতাও তুলে ধরে। দুজনেই সেইসব নৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য নারীদের দায়ী করে। দুজনেই এমন সব চরিত্রকে নৈতিক তাৎপর্য দেন, যাদের অনুপযুক্ত, অধঃপতিত, অশিক্ষিত বা বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। তবুও তাঁদের আখ্যানের রাজনীতি ভিন্ন। শরৎচন্দ্র সাধারণত আবেগঘন ঘনিষ্ঠতা এবং নৈতিক বৈপরীত্যের মাধ্যমে পাঠকের সহানুভূতি তৈরি করেন। অন্যদিকে দেবী প্রায়শই আকস্মিক ধাক্কা, বিদ্রূপ, প্রামাণ্যচিত্রের চাপ এবং সংঘাত সৃষ্টি করেন। সুতরাং এই তুলনা কেবল ভিন্ন ধরনের নারীদের মধ্যেই নয়, বরং নিপীড়নকে দৃশ্যমান করার ভিন্ন ভিন্ন নান্দনিক কৌশলের মধ্যেও করা হয়।

VI. অনুবাদ, ভাষা এবং উপস্থাপনার সমস্যা

বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অনুবাদ একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি বিভিন্ন ভাষায় রচনাকে সহজলভ্য করে তোলে, কিন্তু এর ফলে সামাজিক আঙ্গিক, বাগধারা, জাতিগত পরিচয়চিহ্ন, উপভাষা এবং রাজনৈতিক অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। সালগাদো 'অনির্ভরযোগ্য অনুবাদক'-এর রূপকের মাধ্যমে এই সমস্যাটি পরীক্ষা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে উপজাতীয় আখ্যান এবং মহানগরীয় সাহিত্য জগৎ কোনো নিরপেক্ষ স্থানে মিলিত হয় না। তাঁর বিশ্লেষণ সমালোচকদের অনুবাদকে একটি স্বচ্ছ হস্তান্তর হিসেবে না দেখে, বরং একটি ব্যাখ্যামূলক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে। এটি মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যাঁর বাংলা ভাষা, আঞ্চলিক কথ্য ভাষা, প্রশাসনিক পরিভাষা এবং সংস্কৃতি-নির্দিষ্ট নামের ব্যবহার প্রায়শই রাজনৈতিক শক্তি বহন করে (সালগাদো ১৩১–৪৫)।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

স্পিভাকের 'দ্রৌপদী' ও 'ব্রেস্ট স্টোরিজ'-এর অনুবাদ প্রভাবশালী, কারণ এগুলোর সঙ্গে এমন তাত্ত্বিক ভাষ্য যুক্ত রয়েছে যা পাঠের রাজনীতিকে সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু এই দৃশ্যমানতার অর্থ এও যে, ইংরেজিভাষী সমালোচকরা কখনও কখনও দেবীকে প্রধানত স্পিভাকের দৃষ্টিকোণ থেকেই পাঠ করেন, যা তাঁর বিশাল বাংলা সাহিত্যকর্মকে কয়েকটি প্রামাণ্য রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। মজুমদার এই ভারসাম্যহীনতার জবাবে স্বল্প-আলোচিত উপন্যাস, নন-ফিকশন এবং ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর জোর দেন (মজুমদার ১৪৬–৬১)। সুতরাং, একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার জন্য দেবীর বাংলা সাহিত্যকর্ম—বহু গবেষকের কাছে সহজলভ্য অনূদিত রচনা—এবং সেই রচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তাত্ত্বিক প্রামাণ্য গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্যক।

শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই সতর্কতা প্রযোজ্য। অনুবাদ কাহিনির মূলভাব অক্ষুণ্ণ রাখলেও আত্মীয়তার সম্পর্কসূচক শব্দ, সম্বোধনের ধরণ, আবেগের ওঠানামা এবং সম্মানের সামাজিক অর্থকে সরল করে ফেলতে পারে। তুলনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে আদর্শগতভাবে বাংলা মূল রচনা বা একাধিক অনুবাদ পর্যালোচনা করা উচিত এবং ব্যবহৃত সংস্করণের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। এই ধরনের মনোযোগের অভাবে, নীরবতা, কণ্ঠস্বর, আত্মসমর্পণ বা অবাধ্যতা সম্পর্কিত দাবিগুলো মূল আখ্যানের পরিবর্তে অনুবাদকদের দ্বারা সৃষ্ট ভাষাগত প্রভাবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।

VII. তুলনামূলক সংশ্লেষণ: নৈতিক সক্রিয়তা থেকে রাজনৈতিক প্রতিরোধ পর্যন্ত

প্রভাবশালী সমালোচনামূলক আখ্যানটি শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত, নৈতিক স্বকীয়তা থেকে মহাশ্বেতা দেবীর প্রকাশ্য, রাজনৈতিক প্রতিরোধের দিকে একটি যাত্রার বর্ণনা দেয়। এই বিবরণটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হলেও এর কিছু শর্তারোপ প্রয়োজন। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা এমন এক জগতে বাস করেন যেখানে বিবাহ, বর্ণ, সম্পত্তি এবং খ্যাতি নারীর সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের কার্যকলাপ প্রায়শই সম্পর্কভিত্তিক এবং পরোক্ষ, কারণ প্রকাশ্য বিদ্রোহের গুরুতর মূল্য দিতে হয়। নীরবতা আত্মসমর্পণের প্রতীক হতে পারে, কিন্তু এটি বিচার, প্রত্যাখ্যান বা কৌশলগত সহনশীলতাও প্রকাশ করতে পারে। মহাশ্বেতা দেবীর প্রান্তিক নারীরা আরও দৃশ্যমান জবরদস্তিমূলক প্রতিষ্ঠান—জমিদারি প্রথা, শ্রম শোষণ, পুলিশি ব্যবস্থা এবং সামরিক সহিংসতার—মুখোমুখি হন এবং তাই তাদের প্রতিরোধ ভিন্ন শারীরিক ও সমষ্টিগত রূপের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়।

দুই লেখকের সামাজিক অবস্থান এবং আখ্যানের পরিধিতেও পার্থক্য রয়েছে। শরৎচন্দ্র প্রায়শই ভদ্রলোক বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের আবেগিক পরিমণ্ডলের উপর আলোকপাত করেন। দেবী নারীর অভিজ্ঞতাকে শোষণ, অধিকারচ্যুতি এবং রাষ্ট্রশক্তির জালিকার মধ্যে স্থাপন করেন। শরৎচন্দ্রের লেখায়, ব্যর্থ পুরুষটি প্রায়শই নৈতিকভাবে দৃঢ় নারীর প্রতি করা অবিচারকে প্রকাশ করে। দেবীর লেখায়, স্বয়ং প্রতিষ্ঠানটিই—পরিবার, বাজার, পুলিশ, রাষ্ট্র বা প্রভাবশালী বর্ণ—প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তন বিয়োগান্তকতার অর্থ বদলে দেয়। ব্যক্তিগত দুর্ভোগ আর প্রধানত দুর্ভাগ্যজনক চরিত্র বা প্রথা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় না; এটি আধিপত্যের পুনরুৎপাদনযোগ্য কাঠামোর সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

তথাপি, একটি সরল বিবর্তনমূলক মডেল গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্যগুলোকে অস্পষ্ট করে দিতে পারে। সুজাতার রাজনৈতিকীকরণের সূচনা হয় মাতৃত্ব ও গার্হস্থ্য শোকের মধ্য দিয়ে, অপরদিকে নিপীড়নমূলক বিবাহের বিরুদ্ধে অভয়ার প্রতিবাদ এক সুস্পষ্ট সামাজিক সমালোচনা বহন করে। বিপরীতক্রমে, দেবীর নারীরা আবেগঘন সম্পর্ক থেকে মুক্ত নন, এবং শরৎচন্দ্রের নারীরাও সামাজিক চেতনাবর্জিত নন। এই রূপান্তরকে সাহিত্যিক দৃশ্যমানতার বিস্তার হিসেবেই ভালোভাবে বোঝা যায়: পিতৃতন্ত্রের অধীনে নারীর অভ্যন্তরীণ আঘাত থেকে জাতি, গোত্র, শ্রম, ভূমি এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে লিঙ্গের সম্পৃক্ততার দিকে।

গবেষণায় নারীদেহের কার্যকারিতায় একটি পরিবর্তন আরও দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে, দেহ প্রায়শই সতীত্ব, বিবাহযোগ্যতা, কলঙ্ক এবং আবেগিক ভক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেবীর ক্ষেত্রে, এটি হয়ে ওঠে শ্রমের উৎস, সহিংসতার প্রমাণ এবং প্রত্যাখ্যানের হাতিয়ার। তবুও উভয় ক্ষেত্রেই, নারী নিজেকে সংজ্ঞায়িত করার আগেই দেহটি সামাজিকভাবে পঠিত হয়। নারীবাদী সমালোচনা সেই পাঠের সংগ্রামের মধ্যেই সক্রিয়তাকে চিহ্নিত করে—তা সে ললিতার তার সম্পর্কের সত্যতার উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমেই হোক, রাজলক্ষ্মীর সম্মানজনক বিচার প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমেই হোক, যশোদার শোষণমূলক মাতৃত্বের উন্মোচনের মাধ্যমেই হোক, বা দোপদীর চাপিয়ে দেওয়া লজ্জাকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমেই হোক।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

সুতরাং, সবচেয়ে কার্যকর তুলনাটি হলো একজন লেখককে প্রগতিশীল এবং অন্যজনকে অপর্যাপ্ত নারীবাদী হিসেবে ঘোষণা করা এড়িয়ে চলা। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্বতন্ত্র আখ্যান-উপকরণ ব্যবহার করেন। শরৎচন্দ্র ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক জগতে পিতৃতান্ত্রিক আঘাতকে আবেগগতভাবে অনস্বীকার্য করে তোলেন; মহাশ্বেতা দেবী দেখান কীভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক শক্তি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক আধিপত্যকে অব্যাহত রাখে এবং তীব্রতর করে। একত্রে পাঠ করলে, তাঁদের রচনা নারীর মুক্তির পূর্ণতা নয়, বরং প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধের নামকরণের জন্য ব্যবহৃত পরিবর্তনশীল সাহিত্যিক ভাষারই দলিল হয়ে ওঠে।

VIII. বিদ্যমান পাণ্ডিত্যের প্রধান প্রবণতা ও বিতর্কসমূহ

একটি প্রধান প্রবণতা হলো নারীর স্বাধিকারের পুনরুদ্ধার। শরৎচন্দ্রকে নিয়ে করা গবেষণায় মর্যাদা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিক পছন্দের ওপর জোর দেওয়া হয়, অন্যদিকে দেবীকে নিয়ে করা গবেষণায় প্রত্যাখ্যান, টিকে থাকা, রাজনৈতিক চেতনা এবং সম্মিলিত সংগ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই পুনরুদ্ধার পুরোনো সেই পাঠগুলোকে সংশোধন করে, যেখানে নারীদের প্রধানত প্রতীক বা পার্শ্বচরিত্র হিসেবে গণ্য করা হতো। তবে, স্বাধিকারের ধারণাটি কখনও কখনও খুব শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়। কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমতায়ন হিসেবে উদযাপন করা উচিত নয়, এবং দৃশ্যমান বিদ্রোহকে তার বস্তুগত মূল্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় একটি ধারা হলো আদর্শায়নের সমালোচনা। নারীবাদী পাঠকরা প্রশ্ন তোলেন যে, আত্মত্যাগী নারীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের মুগ্ধতা লিঙ্গভিত্তিক নৈতিক শ্রমকে আরও শক্তিশালী করে কি না। 'দেবী'র অনুরূপ সমালোচনা প্রান্তিক নারীদের মহানগরীর ভোগের জন্য বীরের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। উভয় উদ্বেগই পাঠকের ভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে: সহানুভূতি কুসংস্কারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, কিন্তু তা দুর্ভোগকেও নান্দনিক রূপ দিতে পারে।

তৃতীয় একটি প্রবণতা হলো এককেন্দ্রিক লিঙ্গ বিশ্লেষণ থেকে আন্তঃছেদীয় ব্যাখ্যার দিকে সরে আসা। দেবীর উপর করা গবেষণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এটা দেখানোর ক্ষেত্রে যে, জাতি, উপজাতীয় পরিচয়, দারিদ্র্য, শ্রম এবং লিঙ্গ একসঙ্গে কাজ করে (বিজয়লক্ষ্মী ও ভেত্রিসেলভি)। তুলনামূলক অধ্যয়ন এই অন্তর্দৃষ্টিকে শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে পারে, এটা পরীক্ষা করার মাধ্যমে যে, কীভাবে শ্রেণি, বিধবত্ব, যৌন খ্যাতি এবং অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তথাকথিত একীভূত মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে নারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

চতুর্থ বিতর্কটি কণ্ঠস্বর ও মধ্যস্থতা সম্পর্কিত। নারীরা সংলাপে কথা বলতে পারলেও পুরুষ পর্যবেক্ষক, অনুবাদক বা অভিজাত সমালোচকদের দ্বারা আখ্যানগতভাবে ব্যাখ্যার পাত্র হয়ে থাকেন। শ্রীকান্তের উত্তম পুরুষে লেখা কাঠামো, আমলাতান্ত্রিকভাবে ব্রাতিকে ১০৮৪ নামে নামকরণ এবং দোপদিকে শ্রেণিবদ্ধ করার সরকারি প্রচেষ্টা—এই সবই প্রমাণ করে যে উপস্থাপনা নিজেই এক প্রকার ক্ষমতা। সালগাদোর অনুবাদের প্রতি মনোযোগ এই বিষয়টিকে কল্পনার জগৎ ছাড়িয়ে সাহিত্যের প্রচলন পর্যন্ত প্রসারিত করে।

অবশেষে, সাম্প্রতিক গবেষণা দেবীকে ক্রমশ কয়েকটি সংকলিত রচনার সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে স্থাপন করছে। চক্রবর্তী ও মজুমদার তাঁর লেখনী, সক্রিয়তা, ঐতিহাসিক গবেষণা এবং শৈলীগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপকতার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তুলনীয় সম্প্রসারণ প্রয়োজন, যাঁর খ্যাতি প্রায়শই কয়েকটি বিখ্যাত প্রেমকাহিনীর ওপর নির্ভর করে। তাঁর রচনার ব্যাপকতর পরিধি বিধবা, স্ত্রী, যৌনকর্মী, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারী এবং ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিত্বদের এক আরও বৈচিত্র্যময় পরিসরকে উন্মোচিত করবে।

IX. পর্যালোচনা থেকে চিহ্নিত গবেষণার ঘাটতিসমূহ

শরৎচন্দ্র ও মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে পৃথক পৃথক গবেষণায় সাহিত্য সমৃদ্ধ হলেও, উভয়ের ধারাবাহিক ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্লেষণে তা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। অনেক তুলনাই নিষ্ক্রিয় গৃহিণী এবং সক্রিয় রাজনৈতিক নারীর মধ্যে একটি পূর্বনির্ধারিত বৈপরীত্যের উপর নির্ভর করে। এই ধরনের দ্বৈত বিভাজন শরৎচন্দ্রের পরোক্ষ সক্রিয়তা এবং দেবীর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কঠোর সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় সক্রিয়তার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৃথকীকৃত ধারণা গড়ে তোলা উচিত, যা বাকস্বাধীনতা, নীরবতা, গতিশীলতা, শ্রম, সম্পত্তি, যৌনতা, যত্ন, প্রত্যাখ্যান এবং সম্মিলিত কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

দ্বিতীয় একটি ঘাটতি হলো রচনার ব্যাপকতা। শরৎচন্দ্রকে প্রায়শই দেবদাস ও পরিণীতার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, অপরদিকে দেবীকে 'দ্রৌপদী' ও 'স্তন্যদাত্রী'র মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এই সংকীর্ণ রচনা-সম্ভার পরিচিত উপসংহারের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি তৈরি করে। তুলনামূলক অধ্যয়নে আরও উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং কম অনূদিত রচনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং নির্দিষ্ট রচনাগুলো কেন নির্বাচন করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, অনুবাদের আরও পদ্ধতিগত পর্যালোচনা প্রয়োজন। খুব কম তুলনামূলক গবেষণাই একাধিক ইংরেজি অনুবাদের পাশাপাশি মূল বাংলা রচনার মূল্যায়ন করে, কিংবা উপভাষা, নামকরণ, আত্মীয়তাসূচক শব্দভাণ্ডার এবং আখ্যানের সুর কীভাবে নারীর স্বকীয়তা বিষয়ক সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে, তা বিশ্লেষণ করে। অনুবাদকে কেবল একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ না করে, ব্যাখ্যার প্রক্রিয়ার সঙ্গে একীভূত করা উচিত।

চতুর্থত, বিদ্যমান গবেষণাগুলো প্রায়শই আঙ্গিকগত বিশ্লেষণকে সামাজিক বিশ্লেষণ থেকে আলাদা করে দেখে। কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণ, ধরণ, বিদ্রূপ, আখ্যানগত দূরত্ব, প্রতীকবাদ এবং সমাপ্তির প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। একটি চরিত্রের রাজনৈতিক তাৎপর্য কেবল তার সাথে কী ঘটে তার উপরই নির্ভর করে না, বরং আখ্যানটি কীভাবে জ্ঞান এবং পাঠকের প্রতিক্রিয়াকে সংগঠিত করে তার উপরও নির্ভর করে।

পরিশেষে, আন্তঃবিভাগীয় তুলনা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। গবেষণায় প্রত্যেক লেখকের সৃষ্টিকর্মে নারীদের মধ্যকার পার্থক্যগুলো খতিয়ে দেখা উচিত এবং মধ্যবিত্ত, বিধবা, কলঙ্কিত, দরিদ্র, দলিত ও আদিবাসী নারীদের লিঙ্গের বিনিময়যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা পরিহার করা উচিত। নারীবাদী আখ্যানতত্ত্ব, সমাজ ইতিহাস, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অধ্যয়ন এবং অনুবাদবিদ্যাকে সমন্বিত করে একটি কাঠামো তৈরি হলে ধারাবাহিকতা ও রূপান্তরের একটি অধিকতর সুসংহত বিবরণ পাওয়া যাবে।

X. উপসংহার

পর্যালোচিত গবেষণা দেখায় যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে মহাশ্বেতা দেবী পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রায়ণে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু তা নিষ্ক্রিয়তাকে ক্ষমতায়ন দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নয়। শরৎচন্দ্র ঔপনিবেশিক পিতৃতন্ত্র, শ্রেণি, বিবাহ এবং সম্মান দ্বারা সীমাবদ্ধ নারীদের মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন। তাঁর নায়িকারা প্রায়শই সংকীর্ণ সামাজিক পরিসরের মধ্যে বিচার করে, সহ্য করে, বেছে নেয় এবং প্রতিরোধ করে, এমনকি যখন আখ্যানের সমাপ্তি তাদের গার্হস্থ্য সম্পর্কে ফিরিয়ে আনে। মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে উপজাতি, বর্ণ, দারিদ্র্য, শ্রম, রাজনৈতিক সংঘাত এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার দ্বারা চিহ্নিত নারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর চরিত্ররা দেহকে এমন এক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে যেখানে শোষণ নথিভুক্ত হয় এবং কর্তৃত্বের মুখোমুখি হওয়া যায়।
নারীবাদী ও প্রান্তিক সমালোচকেরা এই নারীদের প্রতীক হিসেবে নয়, বরং কর্তা হিসেবে দৃশ্যমান করেছেন এবং একই সাথে আদর্শায়ন, মধ্যস্থতা ও অনুবাদের ঝুঁকি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। সবচেয়ে ফলপ্রসূ তুলনামূলক অন্তর্দৃষ্টি হলো এই যে, সক্রিয়তা রূপ ও অবস্থানভেদে পরিবর্তিত হয়: পরিবারের অভ্যন্তরে নৈতিক ও আবেগিক বোঝাপড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জুড়ে মূর্ত, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ পর্যন্ত। তবুও গার্হস্থ্য ও রাজনৈতিক জগৎ সংযুক্ত থাকে, এবং কোনো লেখকই সরল মুক্তির প্রস্তাব দেন না। তাই একটি ভবিষ্যৎ ব্যাপক গবেষণায় নিবিড় পাঠের সাথে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে একত্রিত করা, আখ্যানের রূপ ও অনুবাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, মূল রচনার ভাণ্ডারকে বিস্তৃত করা এবং বিভিন্ন শ্রেণি, বর্ণ ও সামাজিক অবস্থানে থাকা নারীদের মধ্যে তুলনা করা উচিত।

উদ্ধৃত রচনা

1. বাসনেট, হেম। *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর একটি গবেষণা*। মাস্টার্স থিসিস, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়, 2011।
2. চক্রবর্তী, রাধা, সম্পাদক। *মহাশ্বেতা দেবী: লেখিকা, সমাজকর্মী, দূরদর্শী*। রাউটলেজ, ২০২৩।
3. চ্যাটার্জি, পার্থ। "ঔপনিবেশিকতা, জাতীয়তাবাদ এবং উপনিবেশিত নারী: ভারতে দ্বন্দ্ব।" *আমেরিকান এথনোলজিস্ট* , খণ্ড ১৬, সংখ্যা ৪, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬২২–৩৩।
4. চ্যাটার্জি, সাতরূপা। "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *রাজমোহনের স্ত্রীর নীরব ক্রুসেডার*।" 2021।
5. ক্রেনশ, কিম্বার্লি। "জাতি ও লিঙ্গের ছেদবিন্দুকে প্রান্তিকতামুক্তকরণ: বৈষম্যবিরোধী মতবাদ, নারীবাদী তত্ত্ব এবং বর্ণবাদবিরোধী রাজনীতির একটি কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী সমালোচনা।" *শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় লিগ্যাল ফোরাম* , খণ্ড ১৯৮৯, সংখ্যা ১, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৩৯–৬৭।
6. দেবী, মহাশ্বেতা। *বক্ষকাহিনী*। অনুবাদ: গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, সিগাল বুকস, ১৯৯৭।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 13, Issue 1, January-March 2025 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2025.1301053

7. দেবী, মহাশ্বেতা এবং ইপশিতা চন্দ। "পালামৌ ভারতের আয়না।" *মহাশ্বেতা দেবী: লেখক, কর্মী, স্বপ্নদর্শী*, রাধা চক্রবর্তী দ্বারা সম্পাদিত, রাউটলেজ, 2023, পৃষ্ঠা 168–69।
8. দত্ত, ভাস্কর চন্দ্র। "সাহিত্যে নতুনত্বের প্রশ্ন: মহাশ্বেতা দেবী।"
9. জাহান, সুলতানা। "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ইচ্ছা ও অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে লিঙ্গীয় অসামঞ্জস্য এবং চরিত্রায়ণ: শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'-এর নারী চরিত্র /" *জার্নাল অফ আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ*, খণ্ড ৭, সংখ্যা ৩, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৮–১৮, ডিওআই:১০.১৮৫৩৩/ জার্নাল.ভি ৭আই৩.১৩৪০।
10. মজুমদার, অরিত্র। "মহাশ্বেতা দেবী এবং নিম্নবর্গীয় ভারতীয় সাহিত্য।" *দি অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটারেচারস*, উল্কা অঞ্জারিয়া ও অঞ্জলি নেরলেকার সম্পাদিত, অক্সফোর্ড ইউপি, ২০২৩, পৃষ্ঠা ১৪৬–৬১।
11. নাসরিন, ফারজানা। "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বাংলার নারী চিত্রণের অন্বেষণ: বাঙালি সমাজে পিতৃতন্ত্র।" *জার্নাল অফ ক্রিটিক্যাল স্টাডিজ ইন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার*, খণ্ড ৪, সংখ্যা ৬, ২০২৩, পৃষ্ঠা ১৪–১৯, ডিওআই:10.46809/ jcsll.v4i6.235 ।
12. সালগাদো, মিনোলি। "আদিবাসী কাহিনী, লিপিকরদের জগৎ: মহাশ্বেতা দেবী এবং অবিশ্বস্ত অনুবাদক।" *দি জার্নাল অফ কমনওয়েলথ লিটারেচার*, খণ্ড ৩৫, সংখ্যা ১, ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩১–৪৫, ডিওআই:১০.১১৭৭/০০২১৯৮৯৪০০০০৩৫০০১১০।
13. শীবা, এম. কে. "মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে নারী মনস্তত্ত্বের অন্বেষণ।" *ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইন্ডিয়া*, খণ্ড ১৯, সংখ্যা ৭, ২০১৯।
14. স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী। "অধস্তন জনগোষ্ঠী কি কথা বলতে পারে?", ক্যারি নেলসন ও লরেন্স গ্রসবার্গ সম্পাদিত *' মার্ক্সবাদ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা ', ইউ অফ ইলিনয় পি, ১৯৮৮, পৃ. ২৭১–৩১৩।*
15. স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী। "মহাশ্বেতা দেবী রচিত 'দ্রৌপদী'।" *ক্রিটিক্যাল ইনকোয়ারি*, খণ্ড ৮, সংখ্যা ২, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৩৮১–৪০২।
16. স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী। "অনুবাদকের ভূমিকা: ব্রেস্ট স্টোরিজ।" *ব্রেস্ট স্টোরিজ*, মহাশ্বেতা দেবী রচিত, সিগাল বুকস, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা vii–xvi।
17. বিজয়লক্ষ্মী, এন.এস., এবং আর.এস. ভেত্রিসেলভি। "মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় নারীর দৈন্যতা।" *জার্নাল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক স্টাডিজ*, খণ্ড ১৭, সংখ্যা ৩, ২০২২।

International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging Research (IJMSERH)

Impact Factor: 9.274

ijmserh@gmail.com www.ijmserh.com